তারিখ 16 MAY 2010
পৃষ্ঠা

বিভিন্ন বোর্ডে জিপিএ প্রাপ্তির পরিসংখ্যান

বোর্ড	জিপিএ ৫	জিপিএ ৪-৫	জিপিএ ৩.৫-৪	জিপিএ ৩-৩.৫	জিপিএ ২-৩	জিপিএ ১-২
ঢাকা	২১১৪২	৬০০২৪	৪৩৪৫৯	৪৩৭৩২	৪১১৮৬	২২১৮
রাজশাহী	১০৫৬৮	৩০১৯৩	২২৮১৫	২২৭৬৩	২৫৯০২	২৩৮৮
কুমিল্লা	৫৮৬৩	২১৭৯১	১৭৬৫০	১৮৭৮৮	১৭৮৩৬	৭৬৬
যশোর	৭৩৯৯	২৮১৮১	২০২৮৫	২০১৬৫	২০১৫৭	১২১৬
চট্টগ্রাম	৫৮০০	১৪৪২৬	৯৮০১	৯৯৪৬	৯১৩৯	৩৩৯
বরিশাল	২৭৫১	১০১৬১	৮৪২১	৮৭৫৯	১০৩৩১	৮৮৬
সিলেট	১৯৭৭	৬৮৬৮	৬৫৮৮	৭৭৫৭	৮৫১৪	৬৩২
দিনাজপুর	৬৬৩৪	১৯৩৭৮	১৬০৬৩	১৭৫৬১	২১৮৮১	২৪৬০
মাদরাসা	২০৭৫৫	৬৮৩৮৯	৪০০৪৫	৩০০৫৫	২১৭১০	১৪৭৭
কারিগরি	৭২	২৮২৯৯	২৪৭৩৯	৯৬৮৬	১৭০৪	১
মোট	৮২৯৬১	২৮৭৭১০	২০৯৮৬৬	১৮৯২১২	১৭৮৩৬০	১২৩৮৩

এসএসসিতে সব রেকর্ড ভঙ্গ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রাপ্ত শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও শিক্ষক-শিক্ষিকারা। পরীক্ষার ফল প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই মিষ্টির দোকানগুলোতে মিষ্টি কেনার ধুম লেগে যায়। অল্প সময়ের মধ্যেই শূন্য হয়ে যায় অধিকাংশ দোকানের মিষ্টি। অনেক অভিভাবককে মিষ্টির দোকান থেকে শূন্য হাতে ফিরতে হয়।

সকাল থেকে তাপদাহ উপেক্ষা করে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা ফল জানার জন্য অপেক্ষা করতে থাকে। তাদের অপেক্ষার প্রহর যেন আর শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত তা ধরা দেয় বেলা ১২টায়। স্কুলের দেয়ালে দেয়ালে টাঙিয়ে দেয়া হয় এসএসসি পরীক্ষার ফল। অভিভাবক-শিক্ষার্থীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে ফল জানার জন্য। কাঙ্ক্ষিত ফলাফল অর্জন করতে পেরে অনেকের চোখেই আনন্দ অশ্রু নেমে আসে। আবার প্রত্যাশিত ফল অর্জন করতে না পেরে অনেকে কান্নায় ভেঙে পড়ে। শিক্ষকরা ভাল ফলের জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের অভিনন্দন জানান।

গতকাল বেলা ১১টায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাতে ১০ শিক্ষা বোর্ডের ফল তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ। এর পরপরই স্কুলে পরীক্ষার ফল প্রকাশ করা হয়। দুপুর সাড়ে ১২টা থেকে ওয়েবসাইটে ফল পাওয়া যায়। এছাড়া মোবাইল ফোনে এসএমএসের মাধ্যমেও পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার ফল জানতে পারে।

এবারই প্রথম সৃজনশীল পদ্ধতিতে দুইটি বিষয় বাংলা ও ধর্ম বিষয়ের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। তাই এ দুইটি বিষয়ের ফল নিয়ে শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে শংকা ছিল। কিন্তু ফল প্রকাশের পর শংকা দূর হয়ে যায়।

৮ সাধারণ শিক্ষাবোর্ডে পাসের হারে এগিয়ে আছে রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। গড় পাসের হার মেয়েদের চেয়ে ছেলেরা এগিয়ে। বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরা রেকর্ড সংখ্যক পাস করেছে।

তবে ১০ শিক্ষা বোর্ডের মধ্যে এগিয়ে আছে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। গতকাল একই সঙ্গে মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের ফলও প্রকাশ করা হয়। মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮৬ দশমিক ৭০ শতাংশ। গতবার এ হার ছিল ৮৫ দশমিক ৮৫ শতাংশ। কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পাসের হার ৮২ দশমিক ৭২ শতাংশ। গতবার এ সংখ্যা ছিল ৭০ দশমিক ৯০ শতাংশ।

এ বছর ৮টি শিক্ষা বোর্ডে মোট ৯ লাখ ১২ হাজার ৫৭৭ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেয়। এর মধ্যে ৪ লাখ ৫৮ হাজার ৭৯৮ জন ছাত্র এবং ৪ লাখ ৫৩ হাজার ৭৭৯ জন ছাত্রী। এবার ৮ বোর্ডে উত্তীর্ণ হয় ৭ লাখ ১৩ হাজার ৫৬০ জন শিক্ষার্থী। এর মধ্যে ৩ লাখ ৬৭ হাজার ৬৬ জন ছাত্র এবং ৩ লাখ ৪৬ হাজার ৪৯৪ জন ছাত্রী। এবার ছেলেদের পাসের হার ৮০ দশমিক ০১ শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ৭৬ দশমিক ৩৬ শতাংশ। গতবার ছেলেদের পাসের হার ছিল ৬৯ দশমিক ৭০ শতাংশ এবং মেয়েদের পাসের হার ছিল ৬৫ দশমিক ৭ শতাংশ।

৮টি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এবার জিপিএ-৫ পেয়েছে ৬২ হাজার ১৩৪ জন। এছাড়া জিপিএ-৫ থেকে জিপিএ-৪-এর মধ্যে রয়েছে ১ লাখ ৯১ হাজার ২২ জন, জিপিএ-৪ থেকে ৩ দশমিক ৫-এর মধ্যে ১ লাখ ৪৫ হাজার ৮২ জন, জিপিএ-৩ দশমিক ৫ থেকে ৩-এর মধ্যে ১ লাখ ৪৯ হাজার ৪৭১ জন, জিপিএ-৩ থেকে ২-এর মধ্যে ১ লাখ ৫৪ হাজার ৯৪৬ জন এবং জিপিএ-২ থেকে ১-এর মধ্যে ১০ হাজার ৯০৫ জন।

এবারে পাসের হারের দিক দিয়ে এগিয়ে আছে রাজশাহী বোর্ড। এই বোর্ডে পাসের হার ৮৫ দশমিক ৬১ শতাংশ। দ্বিতীয় অবস্থানে আছে কুমিল্লা বোর্ড। এ বোর্ডে পাসের হার ৮১ দশমিক ০৩ শতাংশ। তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে যশোর বোর্ড, ৭৯ দশমিক ১৮ শতাংশ। চতুর্থ অবস্থানে রয়েছে সিলেট বোর্ড, ৭৮ দশমিক ৪২ শতাংশ। পঞ্চম অবস্থানে ঢাকা বোর্ড, ৭৭ দশমিক ৯৯ শতাংশ, ষষ্ঠ অবস্থানে বরিশাল বোর্ড, ৭৪ দশমিক ৬৪ শতাংশ, সপ্তম অবস্থানে চট্টগ্রাম বোর্ড, ৭২ দশমিক ৩১ শতাংশ এবং অষ্টম অবস্থানে রয়েছে দিনাজপুর বোর্ড, ৭১ দশমিক ৭০ শতাংশ। প্রতিবারের মতো এবার ঢাকা বোর্ডে সর্বাধিক সংখ্যক ২১ হাজার ১৪২ জন জিপিএ-৫ পেয়েছে। জিপিএ-৫ কম পেয়েছে সিলেট বোর্ডে, ১ হাজার ৯৭৭ জন।

সেরা স্কুল নির্ধারণে এবার চারটি নির্দেশক নির্ধারণ করায় সেরা স্কুলের তালিকায় অনেকটা পরিবর্তন এসেছে। এ হিসাবে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবার প্রতিটি শিক্ষা বোর্ডে ২০টি সেরা প্রতিষ্ঠানের তালিকা প্রকাশ করেছে। এবার এসএসসি পরীক্ষায় সকল বোর্ডের মধ্যে সেরা হয়েছে রাজউক উত্তরা মডেল স্কুল এন্ড কলেজ। এ কলেজটির গ্রেড পয়েন্ট ৯৪ দশমিক ২৯ শতাংশ।

এবার শতভাগ পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২ হাজার ৯২৭। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৭২৬। পাশাপাশি শূন্য পাস করা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৪৯। গত বছর এ সংখ্যা ছিল ৭২টি।

এবার মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের অধীনে পরীক্ষায় অংশ নেয় ২ লাখ ১০ হাজার ৪১৯ জন পরীক্ষার্থী। এর মধ্যে ১ লাখ ১১ হাজার ৪৩১ জন ছাত্র এবং ৯৮ হাজার ৯৮৭ জন ছাত্রী। মোট উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ৮২ হাজার ৪৩১ জন।

কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ৮২ দশমিক ৭২ শতাংশ। গতবার কারিগরি শিক্ষা বোর্ডে পাসের হার ছিল ৭০ দশমিক ৯০ শতাংশ। এ বছর কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি (ভোকেশনাল) পরীক্ষায় অংশ নেয় ৭৭ হাজার ৯৭৯ জন পরীক্ষার্থী। এ শিক্ষা বোর্ডে উত্তীর্ণ হয় ৬৪ হাজার ৫০১ জন।

এবার ঢাকা বোর্ড থেকে পরীক্ষায় অংশ নেয়া ২ লাখ ৭১ হাজার ৫২৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ২ লাখ ১১ হাজার ৭৬১ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১ লাখ ৮ হাজার ৬৮০ জন ছাত্র এবং ১ লাখ ৩ হাজার ৮১ জন ছাত্রী। রাজশাহী বোর্ডে পরীক্ষার্থী ছিল ১ লাখ ৩৩ হাজার ৮৯৫ জন। উত্তীর্ণ হয় ১ লাখ ১৪ হাজার ৬২৯ জন। এর মধ্যে ৬০ হাজার ৫ জন ছাত্র এবং ৫৪ হাজার ৬২৪ জন ছাত্রী। কুমিল্লা বোর্ডে ১ লাখ ২ হাজার ৫০ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ হয় ৮২ হাজার ৬৯৪ জন। এর মধ্যে ৪২ হাজার ১২৯ জন ছাত্র এবং ৪০ হাজার ৫৬৫ জন ছাত্রী। যশোর বোর্ডে ১ লাখ ২৩ হাজার ১৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৯৭ হাজার ৪০৩ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৫১ হাজার ১৪৭ জন ছাত্র এবং ৪৬ হাজার ২৫৬ জন ছাত্রী। চট্টগ্রাম বোর্ডে ৬৮ হাজার ৩৮৬ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪৯ হাজার ৪৫১ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ২৫ হাজার ১১৩ জন ছাত্র এবং ২৪ হাজার ৩৩৮ জন ছাত্রী। বরিশাল বোর্ডে ৫৫ হাজার ৩৪২ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৪১ হাজার ৩০৯ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ২১ হাজার ৪৯৫ জন ছাত্র এবং ১৯ হাজার ৮১৪ জন ছাত্রী। সিলেট বোর্ডে ৪১ হাজার ২৩৩ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩২ হাজার ৩৩৬ জন উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ১৫ হাজার ৫৫৩ জন ছাত্র এবং ১৬ হাজার ৭৮৩ জন ছাত্রী। দিনাজপুর বোর্ডে ১ লাখ ১৭ হাজার ১২৯ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৮৩ হাজার ৯৭৭ জন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়। এর মধ্যে ৪২ হাজার ৯৪৪ জন ছাত্র এবং ৪১ হাজার ৩৩ জন ছাত্রী। গত ১১ ফেব্রুয়ারি সারাদেশে একযোগে ১০টি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এসএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হয়।